শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড

29-10-54

নভেল্‌টি ফিল্মস্ লিঃ নিবেদিত

শরৎচন্দ্রের

ষোড়শী

তত্ত্বাবধান : **সত্যনারায়ণ খাঁ**

প্রযোজনা : **সুনীল বসু মল্লিক**

পরিচালনা : **পশুপতি চট্টোপাধ্যায়**

আলোকচিত্র : দেওজীভাই। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল। সুরসৃষ্টি : অনিল বাগ্‌চী। সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোঃ। শিল্পনির্দ্দেশ : কার্তিক বসু। ব্যবস্থাপনা : সুকুমার রায় চৌধুরী। আবহ সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা। আলোক-সম্পাত : গোপাল কুণ্ডু, শৈলেন, জগন্নাথ ঘোষ, উপেন, সত্যেন, কেষ্ট, মৃগাঙ্ক। রূপসজ্জা : গোষ্ঠ দাস এবং সরোজ মুন্‌সী। দৃশ্য-সংস্থাপন : অনিল পাইন, রমাপদ, রামজীবন ও দাসু। গীত-রচনা : ৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্যামল গুপ্ত।

প্রচার পরিচালনায় : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ

সহকারী :

পরিচালনা : প্রতুল ঘোষ ও প্রবোধ পাল। আলোকচিত্র : নিমাই রায়, তরুণ গুপ্ত। মধু ভট্টাচার্য্য ও সত্য রায়। শব্দ-গ্রহণ : শশাঙ্ক বসু ও বলরাম বারুই। সুর-সৃষ্টি : শৈলেশ রায়। সম্পাদনা : সৌরেন গুপ্ত ও রণেশ বসু। ব্যবস্থাপনা : মৃদুল বন্দ্যোঃ, জয়ন্ত দাস ও দ্বিজেন ভৌমিক।

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

রূপদানে :

ছবি বিশ্বাস, দীপ্তি রায়, অরুন্ধতী, কমল মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী লাহিড়ী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, অজিতপ্রকাশ, বিজন ভট্টাচার্য্য, বিপিন মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমাণি, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ রায় চৌধুরী, নবদ্বীপ হালদার, তুলসী চক্রবর্তী, রঞ্জিত রায়, গর্ডন সোরেন, নরেশ বসু (এন, টি,), রেখা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশা, উষা, শৈলবালা, ছায়া মৈত্র।

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড

চণ্ডীগড়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন—'বাঁকুড়া জেলার এই অসমতল পাহাড় ঘেঁষা গ্রামখানি··· বালুময় বারুই নদীর' তীরে অবস্থিত। এই বর্ণনার হুবহু অনুসরণ ক'রে এই ছবির প্রতিটি বহির্দৃশ্য বহু শ্রম এবং অর্থব্যয় স্বীকার ক'রে বাঁকুড়া জেলাতেই তোলা হয়েছে।

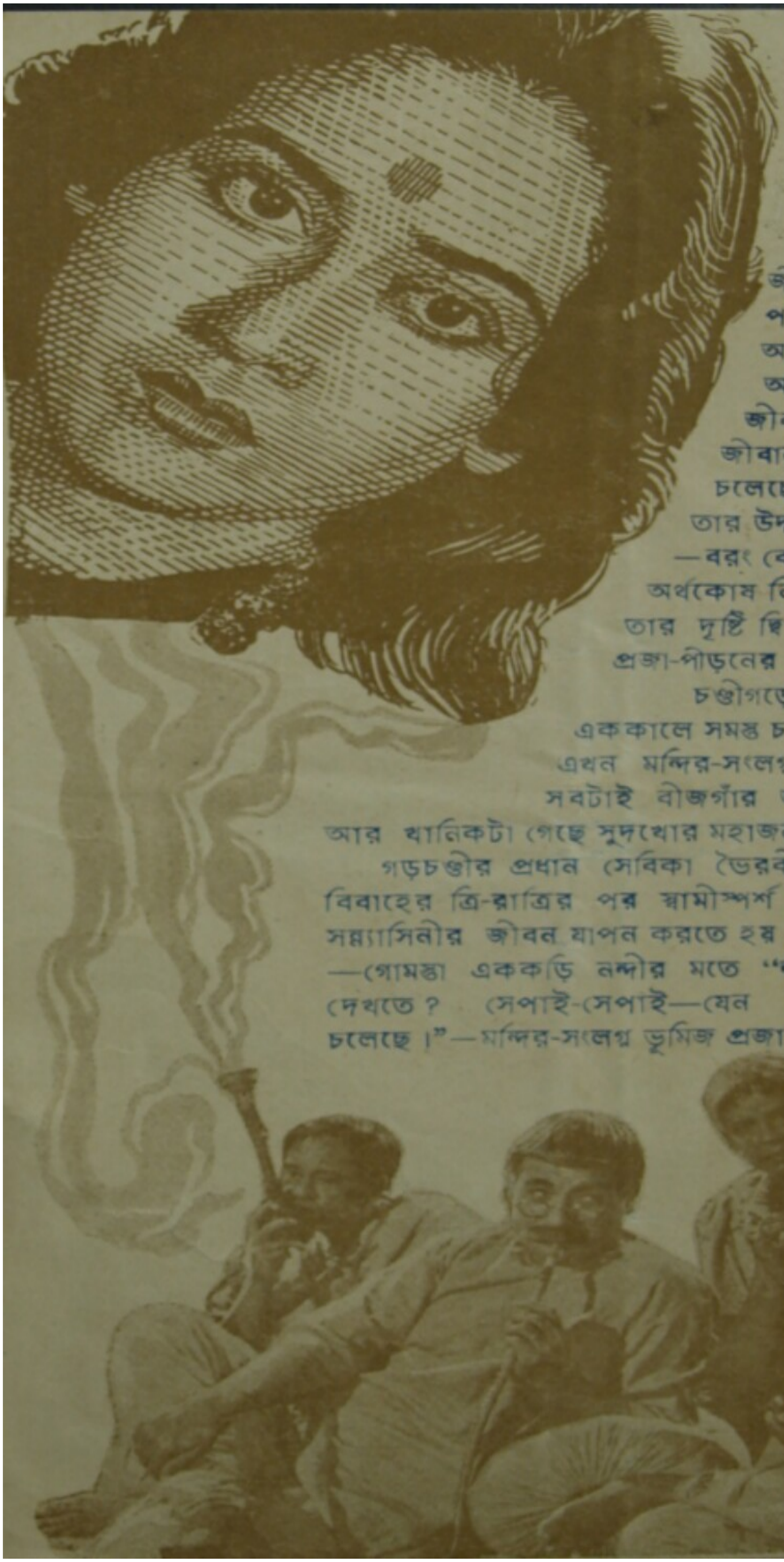

ষোড়শী

বীজগাঁর কুখ্যাত জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী চণ্ডীগড়ের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার আর অনাচারে চণ্ডীগড়ের অন্তরাত্মা আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। সারাটা জীবন সুরা আর নারীকে কেন্দ্র ক'রে জীবানন্দর জীবন ঘূর্ণীর মতো ঘুরে চলেছে। যৌবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েও তার উদগ্র লালসা বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয়নি, —বরং বেহিসেবী খরচের ধাক্কায় জমিদারী অর্থকোষ নিঃশেষ হ'য়ে যাবার ফলে ইদানীং তার দৃষ্টি দ্বিগুণ ক্ষুরধার হয়ে এসে পড়েছে প্রজা-পীড়নের প্রতি।

চণ্ডীগড়ের ৺চণ্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। এককালে সমস্ত চণ্ডীগড়টাই দেবতার সম্পত্তি ছিল; এখন মন্দির-সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমি ছাড়া প্রায় সবটাই বীজগাঁর জমিদারবংশের কুক্ষিগত হয়েছে; আর খানিকটা গেছে সুদখোর মহাজন জনার্দ্দন রায়ের গর্ভে।

গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকা ভৈরবী। মায়ের আদেশে ভৈরবীদের বিবাহের ত্রি-রাত্রির পর স্বামীস্পর্শ নিষেধ এবং চিরকাল তা'দের সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে হয়। বর্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী —গোমস্তা এককড়ি নন্দীর মতে "বয়েস তার ২৬।২৭ হবে। আর দেখতে? সেপাই-সেপাই—যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেছে।"—মন্দির-সংলগ্ন ভূমিজ প্রজারা তার একান্ত অনুগত।

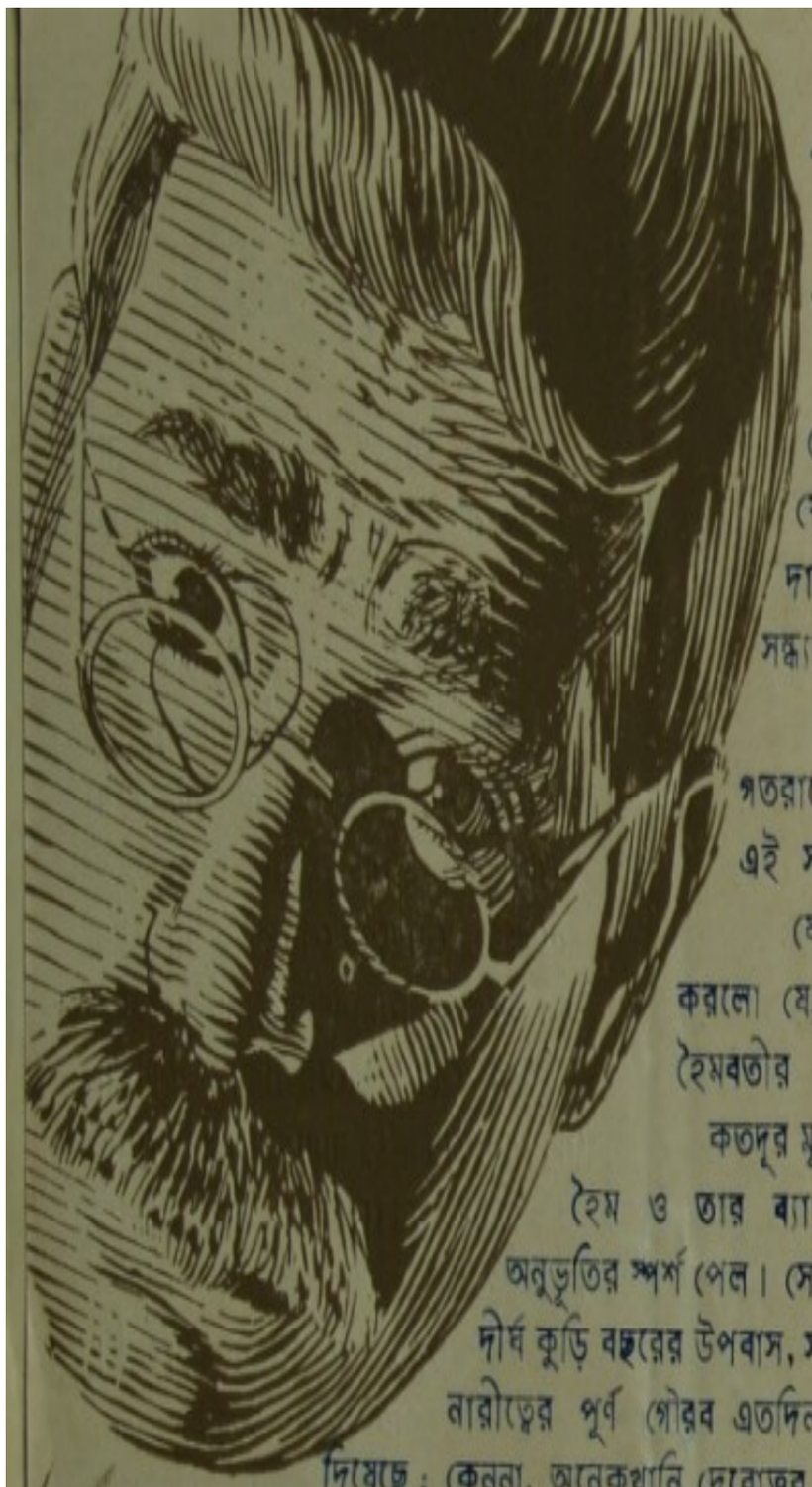

ষোড়শীর বাবা তারাদাস চক্রবর্তীর প্রতি জমিদারের হুকুম হ'ল যে, পাঁচদিনেরমধ্যেই তাকে জমিদারের সেলামী দিতে হবে। পাঁচদিন পরে পাইকরা ষোড়শীরবাড়ীতে এসে তারাদাসকে না পেয়ে ষোড়শীকেই ধরে নিয়ে গেল জমিদারের প্রমোদকুঞ্জে। সন্ন্যাসিনীর উপবাস-কঠিন ঋজু দেহের অপরূপ দীপ্তি তাকে খানিকটা আবিষ্ট ক'রে ফেলল এবং তার ওপর নিজে খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় সে রাত্রির জন্য ষোড়শীকে সে পাশের ঘরে বন্ধ ক'রে রাখার ব্যবস্থা করল।

পরদিন সকালবেলা দেখা গেল তারাদাস চক্রবর্তীর কাছে খবর পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ জমিদার বাড়ী ঘেরাও করেছে। ষোড়শীকে ডেকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে জীবানন্দ বলল যে, সে যেন ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে যে তাকে ধ'রে আনা হয় নি,—সে স্বেচ্ছায় জমিদার বাড়ী এসেছে। উত্তরে ষোড়শী জানতে চাইলো যে এরকম স্বীকারোক্তির পরও তার জীবনে টাকা-কড়ির কোন দাম আছে ব'লে জীবানন্দ মনেকরেন কি না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ষোড়শী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাল যে গত সন্ধ্যায় সে স্বেচ্ছায় সেখানে এসেছিল এবং স্বেচ্ছায় রাত কাটিয়েছিল।

বিস্ময়ের কুহেলিকা ভেদ করে জীবানন্দর চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটা ভয়ঙ্কর সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠল। যে নারীকে গতরাত্রে সে ভোগের সামগ্রী বলে স্থির করেছিল, সে আর কেউ নয়—তার যৌবনের বিবাহিতা স্ত্রী—অলকা। কিন্তু জীবানন্দ ষোড়শীর এই সম্পর্কের কথা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

ষোড়শীর এই স্বীকারোক্তির ফলে গ্রামের স্বার্থান্বেষীর দল জনার্দ্দন রায়, শিরোমণি মশাই প্রভৃতির নেতৃত্বে কুৎসা রটনা ক'রে ঘোষণা করলো যে, ষোড়শীর মতো একজন কলঙ্কিনী নারীকে ভৈরবীর পদ থেকে অবিলম্বে বিতাড়িত করা হোক। জনার্দ্দন রায়ের মেয়ে হৈমবতীর একমাত্র শিশু-সন্তানের মঙ্গলকামনায় পূজানুষ্ঠানের দিন অধিকাংশ লোকের কুৎসা-রটনার ভেতর দিয়ে বোঝা গেল এই চক্রান্ত কতদূর মূল-বিস্তার করেছে। হৈম এই কুৎসায় কর্ণপাত না ক'রে ষোড়শীকে পূজা করতে অনুরোধ জানাল, কিন্তু ষোড়শীই রাজী হলো না।

হৈম ও তার ব্যারিষ্টার-স্বামী নির্মলকুমারের সংস্পর্শে এসে এবং তাদের সুখের সংসার দেখে ষোড়শীতার জীবনে এক অনাস্বাদিত অনুভূতির স্পর্শ পেল। সে চণ্ডীর ভৈরবী—সে পদের দায়িত্ব আছে, কর্তৃত্ব আছে, বিপদ আছে, সম্পদ আছে,—কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছরের উপবাস, সংযম ও কঠোর কৃচ্ছসাধনের পর আজ হঠাৎ তার মনে হ'ল যে নারী হয়ে জন্মেও যেন সে নারীত্বের পূর্ণ গৌরব এতদিন উপলব্ধি করতে পারেনি। এদিকে জনার্দ্দন রায়ের ষড়যন্ত্রে জীবানন্দ-ও এসে যোগ দিয়েছে; কেননা, অনেকখানি দেবোত্তর জমি সে নিজের ব'লে বিক্রী করতে চায় এবং ষোড়শী থাকতে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু বাইরে ষোড়শীকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেও তার অন্তর চায় ষোড়শীর সান্নিধ্য। সারাটা জীবন বেপরোয়ার মতো কাটিয়ে এসে আজ তার নিজের কাছে নিজের সব ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে। এক জলন্ত প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি নরনারীর হৃদয়দ্বন্দ্ব জীবনের শিলালিপিতে যে আবেগময় ইতিহাস রচনা করলো—তার পরিচয় পাওয়া যাবে পর্দ্দার বুকে।

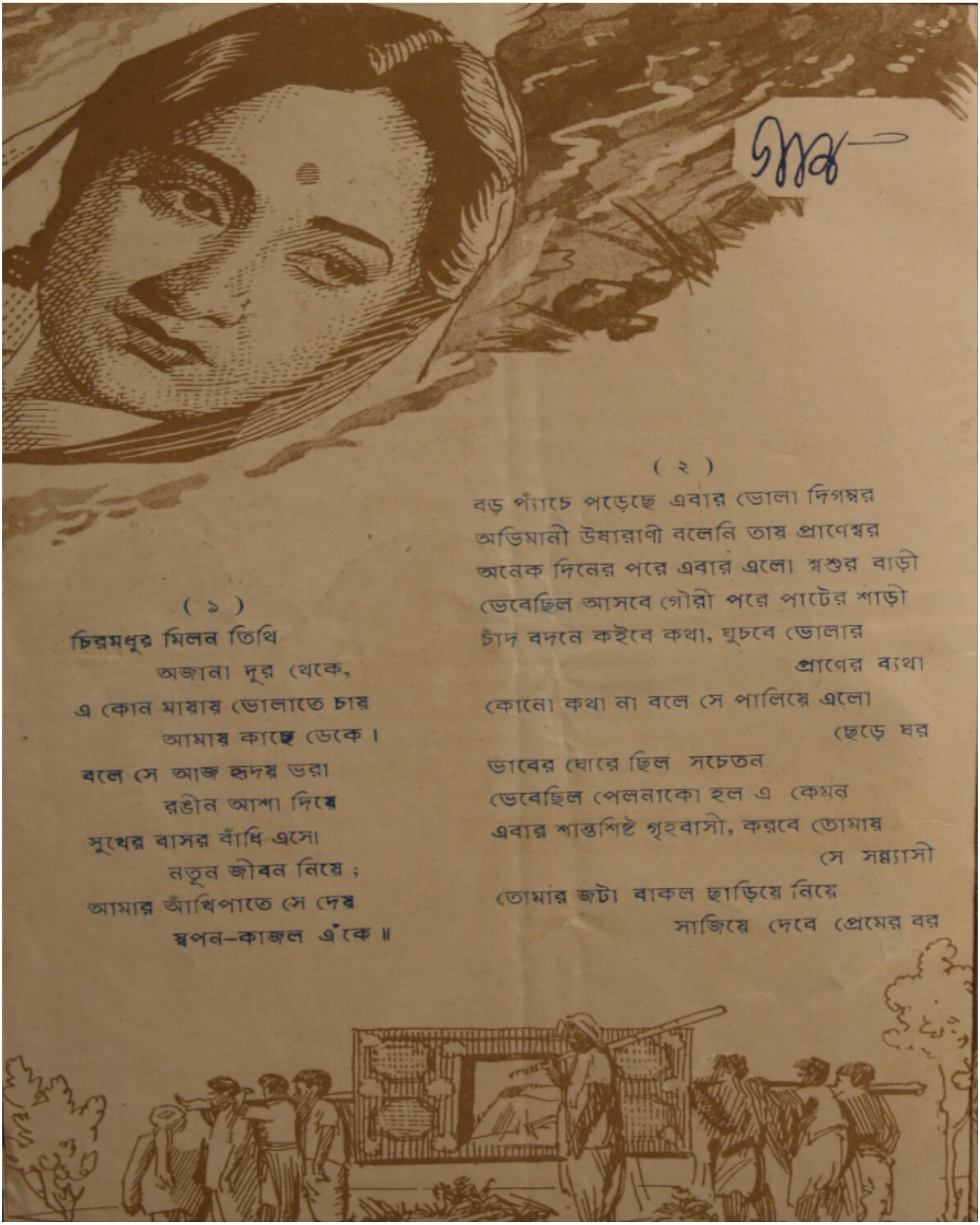

(১)

চিরমধুর মিলন তিথি
অজানা দূর থেকে,
এ কোন মায়ায় ভোলাতে চায়
আমায় কাছে ডেকে।
বলে সে আজ হৃদয় ভরা
রঙীন আশা দিয়ে
সুখের বাসর বাঁধি এসো
নতুন জীবন নিয়ে ;
আমার আঁখিপাতে সে দেয়
স্বপন-কাজল এঁকে ॥

(২)

বড় প্যাঁচে পড়েছে এবার ভোলা দিগম্বর
অভিমানী উষারাণী বলেনি তায় প্রাণেশ্বর
অনেক দিনের পরে এবার এলো শ্বশুর বাড়ী
ভেবেছিল আসবে গৌরী পরে পাটের শাড়ী
চাঁদ বদনে কইবে কথা, ঘুচবে ভোলার
প্রাণের ব্যথা
কোনো কথা না বলে সে পালিয়ে এলো
ছেড়ে ঘর
ভাবের ঘোরে ছিল সচেতন
ভেবেছিল পেলনাকো হল এ কেমন
এবার শান্তশিষ্ট গৃহবাসী, করবে তোমায়
সে সন্ন্যাসী
তোমার জটা বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে
সাজিয়ে দেবে প্রেমের বর

(৩)

বৌ নিতে এসেছে এবার আপনি মহেশ্বর
তুই নাকি সই বলেছিলি করবিনে
আর স্বামীর ঘর
পাঁচ বছরে করে পঞ্চতপা,
তোর হাতে তোর মা জননী সঁপেছেন ক্ষ্যাপা
বাঁধতে যদি পারিসনি তায়
তাই বলে কি হবে পর
বৌ নিতে এসেছে এবার আপনি মহেশ্বর

(৪)

সাঁঝের বেলায় জীবনের খেয়াঘাটে
ডাক দিয়ে যায় ওপারে যাবার তরী,
সুখের পসরা বিকায়ে দুখের হাটে
পাই যেন মোর শেষ পারানির কড়ি।

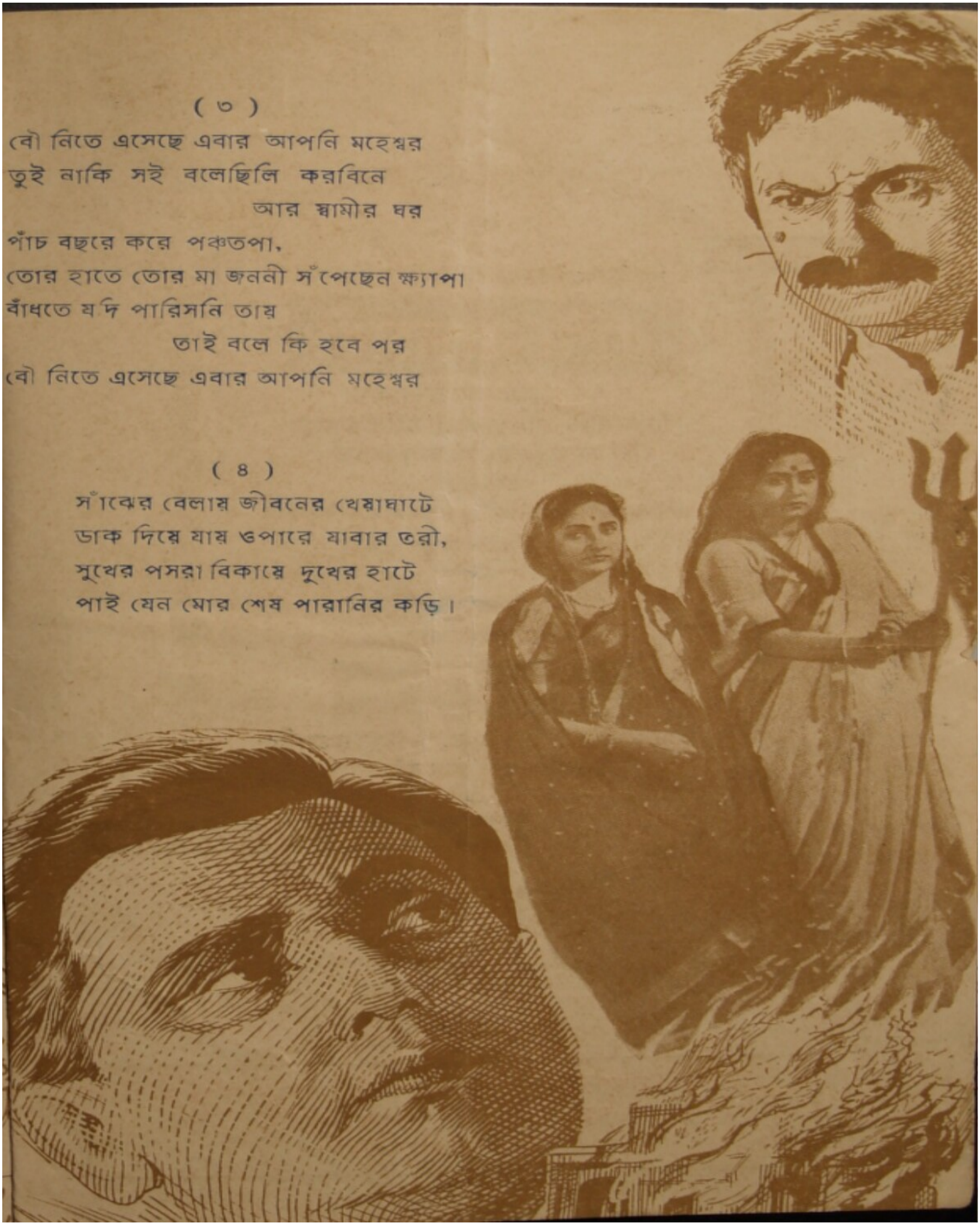

আগামী ছবি

চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক নিবেদন

রাণী রাসমণি

কাহিনী • গোপাল চন্দ্র রায়

চিত্রনাট্য • নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা • কালীপ্রসাদ ঘোষ

রূপায়ণে

মলিনা দেবী • অসিতবরণ • গুরুদাস • হরি বিশ্বাস

পাহাড়ী • শিখা • অনুপ্র • ভানু

শ্রীমতী পিকচার্সের নিবেদন

তিরুপম্মা দেবীর

দেবত্র

প্রযোজনা ও প্রধান ভূমিকায় • কানন দেবী

পরিচালনা • হরিদাস ভট্টাচার্য্য

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ এর পরিবেশনায়

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।